দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 0 2 2000

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ .... কলাম ২ ....

পাঁচ শিক্ষা বোর্ডে আজ এসএসসি পরী

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে আজ বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় এ বছর ৯ লাখ ২৭ হাজার ৮৬৭ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। পাঁচটি বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সর্বাধিক পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে রাজশাহী বোর্ড থেকে, ২ লাখ ৭২ হাজার ১৬২। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ড থেকে অংশ নিচ্ছে ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৯৫, যশোর বোর্ড ১ লাখ ৬৬ হাজার ১০৭, কুমিল্লা বোর্ড ১ লাখ ৫২ হাজার ৮৭২ এবং চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে ৭৪ হাজার ২৩১ শিক্ষার্থী। মোট ৮৪১টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ২১৭, রাজশাহী বোর্ডে ২১১, কুমিল্লায় ১৭১, যশোরে ১৫৭ এবং চট্টগ্রামে ৮৮টি কেন্দ্র রয়েছে। বিভিন্ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ইতোমধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। নতুন ধরনের প্রশ্নপত্রে এবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ এমনভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হচ্ছে যাতে

বাজারে প্রচ
খুঁজে পাওয়
বাণিজ্য বি
থাকবে। গ
হবে। উল্লে
১০ দফা প
প্রণেতা ও
প্রতিরোধে
পাবলিক পরী

পাঁচ শিক্ষা বোর্ডে

(প্রথম পাতার পর)

দেয়া হয়েছে। নকল প্রতিরোধ করতে গিয়ে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা পরিদর্শক আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁদের সুচিকিৎসার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বোর্ডগুলোও নকলরোধে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এটিএম শরীফউল্লাহ এবং যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম সাত্তার জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসক এবং থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গঠিত ভিজিলেন্স টিমের বাইরেও বোর্ড পরিদর্শন টিম গঠন করা হয়েছে। এবিএম সাত্তার জানান, যেসব কেন্দ্রে ব্যাপক নকল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা রোধ করার জন্য বোর্ড স্পেশাল টিম গঠন করেছে। তিনি বলেন, যশোর বোর্ডের এ ধরনের চিহ্নিত ৩৪ থেকে ৫০টি কেন্দ্রের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে ২০টি টিম গঠন করা হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রথমবারের মতো কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে টিম গঠন করা হলো, তিনি বলেন, এই টিম শুধুমাত্র ঝটিকা পরিদর্শন করবে না। ২ থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত তারা কেন্দ্রগুলোতে সর্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করবে। গণ্ডগোল নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে এ বছরও কেন্দ্র বাতিল করা হবে। একইভাবে এ বছরও নীরব বহিষ্কার পদ্ধতি থাকছে। এদিকে শেষ মুহূর্তে প্রবেশপত্র না পাওয়ায় অনেক স্কুলের শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তাঁরা বিভিন্ন বোর্ডে গিয়ে ধরনা দিচ্ছে। এ বিষয়ে যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবিএম সাত্তার বলেন, রেজিস্ট্রেশন ও ফরম ফিলাপে সঠিক তথ্য না থাকায় অনেকের প্রবেশপত্র দেয়া যায়নি। তবে কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ে কম্পিউটার সেন্টারে যোগাযোগ করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ ও মহাসচিব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এক বিবৃতিতে পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী শিক্ষকদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগর সমিতি পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বন্ধের দাবিতে বুধবার বিকালে একটি র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি পল্টন মোড় থেকে প্রেসক্লাব হয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।